গুরু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

পৌষ, ১৩৩১

মূল্য আট আনা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

গুরু :—পাঠ-পরিচয়

১ম সংস্করণ—১লা ফাল্গুন, ১৩২৪, (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮)।

২য় পুনর্ম্মুদ্রন—পৌষ, ১৩৩১ (জানুয়ারী, ১৯২৫)।

প্রকাশক

শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস

১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন
১লা ফাল্গুন
১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরু

(১)

অচলায়তন

একদল বালক

১। ওরে ভাই শুনেচিস্ ?

২। শুনেচি—কিন্তু চুপ কর্ !

৩। কেন বল্ দেখি ?

২। কি জানি বল্লে যদি অপরাধ হয় ?

১। কিন্তু উপাধ্যায় মশায় নিজে যে আমাকে বলেচেন।

৩। কি বলেচেন বল্ না।

১। গুরু আস্‌চেন।

সকলে। গুরু আস্‌চেন !

৩। ভয় কর্‌চে না ভাই ?

২। ভয় কর্‌চে।

১। আমার ভয় কর্‌চে না, মনে হচ্চে মজা !

৩। কিন্তু ভাই গুরু কি ?

২। তা জানি নে।

৩। কে জানে ?

২। এখানে কেউ জানে না।

১। শুনেচি গুরু খুব বড়, খুব মস্ত বড়।

৩। তাহ'লে এখানে কোথায় ধরবে ?

১। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

৩। কোথাও না?

১। কোথাও না।

৩। তাহ'লে কি হবে?

১। ভারি মজা হবে।

(প্রস্থান)

(পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক। (গান)

তুমি ডাক দিয়েচ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না॥

ওরে ভাই, কে আছিস্ ভাই! কাকে ডেকে বল্‌ব, গুরু আস্‌চেন!

(সঞ্জীবের প্রবেশ)

সঞ্জীব। তাই ত শুনেচি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বল ত!

পঞ্চক। কে দিলে তা ত কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আস্‌চেন বলে তুমি ত তৈরী হচ্ছ না, পঞ্চক?

পঞ্চক। বাঃ, সেই জন্যেই ত পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েচি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরী হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আস্‌বেন তখন ঐ সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই ত দেখচি।

(প্রস্থান)

পঞ্চক। (গান)

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মত এমন টানে কেউ ত টানে না॥

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেচ? বোঝা ফেল। গুরু আস্‌চেন যে!

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না, এ সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহ-দ্বার সাজাতে চলেচি।

পঞ্চক। গুরু কোন্ দ্বার দিয়ে ঢুক্‌বেন তা জান্‌বে কি করে'?

জয়োত্তম। তা ত বটেই! অচলায়তনে জান্‌বার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জান না আমিও জানিনে—তফাৎটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হাল্‌কা হ'য়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়, আমার সময় নেই।

(প্রস্থান)

পঞ্চক। (গান)

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর কেউ ত হানে না।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েচে!

পঞ্চক। এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হ'ল!

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরবে।

মহাপঞ্চক। কেন বল্ ত?

পঞ্চক। গুরু আস্‌চেন যে! আমার কেবলি মন্তরে ভুল হচ্চে!

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না!

পঞ্চক। তার জন্যে ভাবনা কি! নির্লজ্জ হ'য়ে একলা আমিই মুখ দেখাব!

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হ'লে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে' দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে' আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখ্‌ব বলেই ত আগাগোড়া ভোল্‌বার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেচি দাদা।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজ্‌ল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্চি সময় নষ্ট কোরো না। গুরু আস্‌চেন।

পঞ্চক। (গান)

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ ত আনে না॥

ওকিও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ঐ বালকের চোখের জল আর শুকল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে।

(প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্—কি হয়েছে বল্!

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস্? কি পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বল্‌তে পার্‌ব না! ভয়ানক পাপ! আমার কি হবে!

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জান্‌লা খুলে—

পঞ্চক। জান্‌লা খুলে কি কর্‌লি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস্? শুনে লোভ হচ্চে যে!

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দে' তখনি বন্ধ করে' ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আস্‌তুম তাহ'লে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাক্‌ত—আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখ্‌তে পারিনি।

(বালকদলের প্রবেশ)

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কি ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ্ চুপ্! ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদ্‌চিস্ কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত কর্‌বি। প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাক্‌লে ত মানুষ টিঁক্‌তেই পার্‌ত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জান্‌লা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মত তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহ'লে যে সে—

পঞ্চক। তাহ'লে কি?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক!

পঞ্চক। কি ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানিনে, কিন্তু সে ভয়ানক!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুল্‌ব না পঞ্চকদাদা! আমার কি হবে?

পঞ্চক। শোন্‌ বলি সুভদ্র, কিসে কি হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে—কিন্তু যাই হোক্‌ না, আমি তাতে একটুও ভয় করিনে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি ত বলি, দেখিই না কি হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁসিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বই কি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহামযূরী দেবীর পূজা পড়্‌ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্ত্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাসকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কি ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কি হ'ল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয়

কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্য্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি!

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন!

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কি রকম সেইটে দেখবার জন্যেই ত এ কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চক। তাহ'লে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।—ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কি দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। না, না, বলিস্‌নে!

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কি ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু,—খুব একটুখানি বল্ ভাই!

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরচে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া)—ও বাবা, না, না, শুনব না! আর বোলো না সুভদ্র! ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আসচেন। চল্ চল্—আর না!

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কি?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কি?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেনরে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার ল্যাজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে!

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না ?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

(সুভদ্রব্যতীত বালকগণের প্রস্থান)

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

সুভদ্র। উপাধ্যায় মশায়।

পঞ্চক। আরে পালা পালা! উপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুন্‌তে হবে এখন বিরক্ত করিস্‌নে, একেবারে দৌড়ে পালা!

উপাধ্যায়। কি সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কি শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি!

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বল্‌চি!

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেচ ? ওকে তাড়া দিচ্চ কেন ? সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মত ছোটে।

উপাধ্যায়। কি বল্‌ছিলে ?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেচ? আচ্ছা বেশ। তাহ'লে বোসো। শোনা যাক্।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বল, বল, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জান্‌লায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কনুই ঠেকিয়েছ? তাহ'লে ত সেদিকে আমাদের

যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জান্‌লা না চাটাতে পার্‌লে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বল্‌চেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমি-কুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার ত স্পর্দ্ধা কম দেখিনে! কুলদত্তের ক্রিয়া-সংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনো দিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র যাও তুমি!—কিন্তু কুলদত্তকে ত আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগ-প্রজ্ঞপ্তি ত মান্‌তেই হবে,—তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই ত হচ্চে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটিনি। আমি জান্‌লা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্ব্বনাশ! করেছিস্ কি? আজ তিন শো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জান্‌লা কেউ খোলেনি তা জানিস্?

সুভদ্র। আমার কি হবে?

(সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া)

পঞ্চক। তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র! তিন শো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ! তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায় মশায়ের মুখে আর কথা নেই! গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে' দিলে!

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

উপাধ্যায়। জানিনে কি সর্ব্বনাশ হবে! উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্ত্তেই পাথর হ'য়ে গেল না কেন তাই ভাব্ছি! যাই আচার্য্যদেবকে জানাইগে!

[প্রস্থান]

(আচার্য্য ও উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসচেন।

উপাচার্য্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে! হয়ত প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে' জান্ব?

উপাচার্য্য। নইলে তিনি আস্বেন কেন?

আচার্য্য। এক এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়ত অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আস্চেন।

উপাচার্য্য। না, আচার্য্যদেব, এমন কথা বল্বেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তরবার পূর্ণ হয়েছে। আর কোন আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়?

আচার্য্য। না আর কোথাও হ'তে পারে না।

উপাচার্য্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্চে কেন?

আচার্য্য। সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েচ?

উপাচার্য্য। আমার ত একমুহূর্ত্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কি হ'তে পারে?

আচার্য্য। ঠিক্, ঠিক্,—ঠিক বলেছ সুতসোম! অচেনার মধ্যে গিয়ে

কোথায় তার অন্ত পাব! এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই ত নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য্য। আচার্য্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হ'তে কথনো দেখিনি।

আচার্য্য। কি জানি, আমার কেমন মনে হচ্চে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমার মনে হচ্চে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্য্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব কর্‌তে পারচ না সুতসোম?

উপাচার্য্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আমাদের ত বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্য্যাপ্ত।

ঐ যে পঞ্চক আস্‌চে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কি করে' সম্ভব হ'ল? ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভৎর্সনা করে' দেবেন।

আচার্য্য। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্য্যের প্রস্থান]

(পঞ্চকের প্রবেশ)

আচার্য্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস, পঞ্চক!

পঞ্চক। কর্‌লেন কি? আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য্য। কেন, বাধা কি আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য্য। কেন পারনি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য্য। তুমি ত জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে' হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুসি তাকে কি ভাঙ্‌তে পারি?

পঞ্চক। আচার্য্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙ্‌তে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্য্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য্য। কেমন করে' বৎস?

পঞ্চক। তা জানিনে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য্য। তুমি কি কর না কর আমি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুন্‌তে চান্?

আচার্য্য। না, না, থাক্, বোলো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য্য। না, না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করোগে—তুমি ভুল করোগে—আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য্য আস্‌চেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

[প্রস্থান]

(উপাধ্যায় ও উপাচার্য্যের প্রবেশ)

উপাচার্য্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্য্যদেবকে ত বল্‌তেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্য্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জান্‌লা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য্য। উত্তর দিকটা ত একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই ত ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা ত যায় না।

উপাচার্য্য। এখন কথা হচ্চে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আচার্য্য। আমার ত স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও ত মনে আন্‌তে পারিনে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভুলেই গেছে। ঐ যে মহাপঞ্চক আস্‌চে—যদি কারো জানা থাকে ত সে ওর।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেই জন্যেই ত এলুম। আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কি, আমাদের কারো স্মরণ নেই। তুমিই হয়ত বল্‌তে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়া-কল্পতরুতে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান্ জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণে লিখ্‌চে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখ্‌তে পাবে না। কেন না, আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য্য। তা হ'লে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দ্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনিগে।

(সকলের গমনোদ্যম)

আচার্য্য। শোন, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বল্‌চেন! আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্চি—

আচার্য্য। দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্ব্বাদ করে' তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচায্য। না, হ'তে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ রকম দুর্ব্বলতা ত আপনার কোনো দিন দেখিনি। এই ত সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে' পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন ত আপনি নীরব হ'য়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মবিধি ত চিরকালের।

(সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু!

আচায্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে' ভয় দেখাচ্চে, পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান]

উপাধ্যায়। এ কি হ'ল উপাচায্য মশায়?

[উপাচার্য্যের প্রস্থান]

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হ'য়ে রইলুম, আমাদের যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস সকলি পণ্ড হ'তে থাকল, এ ত সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চল্‌বেই না। আচায্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে' দিতে চান্?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্ম্মকে বিনাশ করবেন! এ কি রকম বুদ্ধি-বিকার ওঁর ঘট্‌ল? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য্য বলে গণ্য করাই চল্‌বে না।

(সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ)

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চল্‌ছিল। যেই গুরু আস্‌বেন রব উঠ্‌ল অম্‌নি কেন এই সব অনাচার ঘট্‌তে লাগ্‌ল ?

বিশ্বম্ভর। আচার্য্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মান্‌ব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেই জন্যে তিনি অপেক্ষা কর্‌চেন।

(অধ্যেতার প্রবেশ)

উপাধ্যায়। কিগো অধ্যেতা, ব্যাপার কি ?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য ?

মহাপঞ্চক। কেন কি বিঘ্ন ঘটেছে ?

অধ্যেতা। মূর্ত্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই !

মহাপঞ্চক। পঞ্চক ?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাক্‌তেই সুভদ্র ছুটে এল কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল !

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চল্‌ল না! অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্ব্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে ?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি ? স্বয়ং আচার্য্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাই ত সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য্য !

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ সব হচ্চে কি। এতদিন এই আয়তনে আছি

কখনো ত এমন অনাচারের কথা শুনিনি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্য্যের এই কীর্ত্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক্ না!

বিশ্বম্ভর। না, না, আচার্য্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কি করবে আচার্য্যকে, বলেই ফেল!

বিশ্বম্ভর। তাই ত ভাবছি কি করা যায়! তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন না কি করতে হবে!

মহাপঞ্চক। আমি বলচি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কি? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্য্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বদ্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করচি অপরাধের অন্ত নেই, ~~অন্ত নেই~~, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়!

আচার্য্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কি চাইতে এসেছিলে?

অমৃতবাণী ? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই ! এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস হৃদয়ের বাণী ! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও !

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক্ সব শুকনো পাতা—আয়রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো ! ভাই জয়োত্তম, শুন্‌চনা, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর্‌বে নৃত্য কর।

(গান)

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কেরে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কেরে।

(প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ)

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বল্‌চি থাম্ !

পঞ্চক। (গান)

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কেরে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে ? দেখ্‌চ, কি করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলচেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবেনা !

পঞ্চক। না, থাকবেনা, থাকবেনা, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে ; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচরে ও ভাই নাচরে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচরে,—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দেরে ;
তোরে আজ থামায় কেরে !

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি। সর্ব্বনাশ স্নরু হয়েছে, বুঝতে পারচ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্ব্বর, আজ তোদের নাচবার দিন ?

পঞ্চক। সর্ব্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ স্নরু হয় দাদা!

মহাপঞ্চক। চুপ্ কর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়োনা ? ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো!

বিশ্বম্ভর। আচাৰ্য্যদেব পায়ে ধরি, স্নভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত কর্‌বেন না।

আচাৰ্য্য। না, বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, স্নভদ্রের কত বড় ভাগ্য! মহাতামস ক'জন লোকে পারে! ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচাৰ্য্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না! সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন আপনি আমাদের আচাৰ্য্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করচেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচাৰ্য্য। কর, বলপ্রয়োগ কর, আমাকে মেনোনা, আমাকে মার, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারচি গুরুর আবির্ভাব হয়েচে। কিন্তু সেই জন্যেই বলচি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেবনা। স্নভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পার্‌বেন না?

আচার্য্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করচ না? আমাকেই তবে এ কাজ কর্‌তে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার—আচার্য্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না!

বিশ্বম্ভর। না, না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কি হয়েছে!

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও!

পঞ্চক। সর্ব্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন্ জেগে উঠে চলে এসেছে!

আচার্য্য। বৎস সুভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করচ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না, না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য!

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি! সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে!

মহাপঞ্চক। আচার্য্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্চ?

আচার্য্য। হায়, হায়, এই দেখেই ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখ্‌চি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছেরে! কখন্ সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না, না, আমাকে যে একলা থাক্‌তে হবে—লোক থাক্‌লে যে পাপ হবে!

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্য্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোন ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করচি! সুভদ্র, আচার্য্যের কথা অমান্য কোরোনা—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এস।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্য্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান]

মহাপঞ্চক। ধিক্! তোমাদের মত ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে।

(পদাতিকের প্রবেশ)

পদাতিক। স্থবির পত্তনের রাজা আস্‌চেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কি! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্‌।

মহাপঞ্চক। কুশল ত?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্ত দেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেচে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙ্গে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা। সেই জন্যেই ত ছুটে এলুম! চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালই করেচেন। কিন্তু এদিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেচে তার কি করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কি?

রাজা। সে কি কথা?

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেচে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্ব্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানালা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে ত আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্চেন না।

বিশম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনি নির্ব্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না, না, এখন তিথি নক্ষত্র দেখবার সময় নেই! বিপদ আসন্ন। সঙ্কটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্রে তার বিধান আছে!

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য্য কে হবে?

রাজা। তুমি তুমি? এখনি আমি তোমাকে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্ব্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কি জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়? তারা যে অন্ত্যজজাতি—অশুচি পতিত!

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্ব্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। শুন্‌লুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বল্লে?

দূত। চারিদিকেই কথা উঠেচে!

রাজা। তাহলে ত তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহা-পঞ্চক অচলায়তনের সমস্ত জান্‌লা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাক।

মহাপঞ্চক। জান্‌লা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্চি।

[রাজার প্রস্থান]

পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে!

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আস্‌বার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারীগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হ'য়ে এস।

২

পাহাড় মাঠ।

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে!

কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে !

(পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য)

পঞ্চক। ও কিরে! তোরা কখন্ পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস্।

প্রথম যূনক। আমরা নাচ্‌বার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখ্‌তে পারিনে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস্‌নেরে ছুঁস্‌নে!

তৃতীয় যূনক। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে! যূনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস্, আমাদের গুরু আস্‌বেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি! তিনি মানুষটি কি রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখ্‌ব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখ্‌বি কিরে! সর্ব্বনাশ! তিনি ত যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সে জন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও ত গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা ত হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্য্যন্ত আমরা ত কোনো গুরুকে মানিনি।

প্রথম যূনক। সেই জন্যেই ত ও জিনিষটা কি রকম দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কি জানি ভারি লোভ হয়েছে: সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য্য কি একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাওনা বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে—কি জানি যদি অপরাধ নেন্! ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস্—সেইটে যে বড় দোষ! তোরা চাষ করিস্ ত?

প্রথম যূনক। চাষ করি বই কি, খুব করি! পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি!

(গান)

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে॥

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস্ সেও কোনো মতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বল্‌ছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস্?

প্রথম যূনক। করি বই কি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস্ বুঝি?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না! এখান থেকেই ত কাঁকুড় খেঁসারি-ডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা ত যায়, কিন্তু জানিস্‌নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুক্‌তে দিইনে।

প্রথম যূনক। কেন?

পঞ্চক। কেন কি রে? ওটা যে নিষেধ!

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোন একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিস্‌নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ!

দ্বিতীয় যূনক। কেন? ওটা কি তোমরা খাওনা?

পঞ্চক। খাই বইকি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াইনে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন! তোরা যে এত বড় নিরেট মূর্খ তা জান্‌তুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস্‌নে বুঝি?

দ্বিতীয় যূনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুল্লি!

তৃতীয় যূনক। আর, খেঁসারির ডাল ?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনি সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের ক্ষেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড় তেজ! তোরা হলে কি করতিস্ বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বল কেন! উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস্— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস ?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বইকি, খুব করি!

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা পিতলের কাজ করে আস্‌চি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটনো সে ত হতেই পারে না!

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কি অপরাধটা করেছে ?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে ত তোকে মান্‌তেই হবে।

প্রথম যূনক। তা ত হবে।

পঞ্চক। তবে আর কি—এই বুঝে নে না!

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা ত কারণ আছে!

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি ?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র?

পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কি?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস্?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস্ কি?

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুইগালে চড় কসিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বল্‌চি সে দিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকয় উঠ্‌তে পারিস্?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলিরে! আমি আর থাক্‌তে পারচিনে! তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তে আর সাহস হচ্চে না; এমন জবাব যদি আর একটা শুন্‌তে পাই তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মত নাচব, আমার জাতমান কিছু থাক্‌বে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস্? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

(যূনকগণের গান)

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই
বাঁধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্ব্বনাশ কর্‌লেরে—আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে! আমার আর ভদ্রতা রাখ্‌লে না! এদের তালে তালে আমারো পা দুটো নেচে উঠ্‌চে! আমাকে সুদ্ধ এরা টান্‌বে দেখ্‌চি। কোন দিন আমিও লোহা পিটবরে লোহা পিটব—কিন্তু খেঁসারির ডাল—না, না, পালা ভাই, পালা তোরা! দেখ্‌চিস্‌না পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

(আর একদল যূনকের প্রবেশ)

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আস্‌চে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখ তোমার পুঁথি রাখ—দাদাঠাকুর আস্‌চে।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কিরে!

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কি চাইরে!

তৃতীয় যূনক। কিছু চাইনে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্চি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কি ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকৃচে, আমারও কেমন ডাকৃতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশবনা ততই আরো জড়িয়ে পড়চি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের! উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা দিন রাত মাতামাতি করছিস্, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখ্ব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও না! সে ত ভালই হয়! তাহলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচ্‌তে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশী বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনচি আমাদের গুরু আস্‌চেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কি বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে ত!

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়া উঠ্‌চে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলত?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর! মনে মনে প্রার্থনা করচি গুরু এসে যেদিকে হোক্ একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন,

নয়ত খুব কসে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন ; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত আগা-গোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই !

(একদল যূনকের প্রবেশ)

দাদাঠাকুর। কি রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন ?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে ?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা ? কেন, মারতে গেল কেন ?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়া মন্দিরে তপস্যা করেছিল। ওদের রাজা মন্থর-গুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়ত ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চল তবে।

প্রথম যূনক। কোথায় ?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক। এখনি ?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনি।

সকলে। ওরে চল্‌রে চল্‌ !

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে, ওদের পাপ যখন

প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চল্‌বে।

সকলে। হাঁ, চল্‌বে, চল্‌বে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কি ব্যাপার?

প্রথম যূনক। চল, পঞ্চক, তুমি চল।

দাদাঠাকুর। না, না, পঞ্চক না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কি জানি ঠাকুর, যদিও, আমি কোন কর্ম্মের না, তবুও ইচ্ছে করচে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আস্‌বেন, তুমি অপেক্ষা কর্‌বে।

(প্রস্থান)

৩

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্ব্বাসন, আমার নির্ব্বাসন রে। বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কি খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সে জন্যে ভাবিস্‌নে ভাই। পেটের ক্ষিদে যে আগুন, সে কারো ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকাল বেলায় করিস্ কি বল্ ত! ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ওসব কিছুই জানিনে! আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আস্‌চি কোনো দিন ত তোমাদের পায়ের ধূলো পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্ব্বনাশ! বলিস্ কি! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহ'লে নির্ব্বাসনের দরকার কি ছিল! তা, সকাল বেলা তোরা কি করিস্ বল্ ত?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানিনে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কি রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাস্‌বে।

পঞ্চক। আমিই ত ভাই এত দিন লোক হাসিয়ে আসচি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুসী হয়। কিছু ভাবিস্‌নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে!

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর!

(গান)

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যা-সাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে!

(আচার্য্যের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো ত এখানে পড়েনি।

আচার্য্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারি অভাগ্য!

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে ত—

আচার্য্য। বাবা, তোরাই তুলে আন্‌বি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আন্‌বো—সে কি হয়!

আচার্য্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনিগে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান]

পঞ্চক। মনে হচ্চে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে!

আচার্য্য। ওই পঞ্চক শুন্‌তে পাচ্চ কি?

পঞ্চক। কি বলুন দেখি?

আচার্য্য। আমার মনে হচ্চে যেন সুভদ্র কাঁদচে!

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ!

আচার্য্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখ্‌তে পারে না তবু কিছুতে মান্‌তে চায় না সে কাঁদচে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বল্‌চে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্চে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

পঞ্চক। কি ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শুনচি অচলায়তনে কারা সব লড়াই কর্‌তে এসেছে।

আচার্য্য। লড়াই কিসের? আজ ত গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না, না, লড়াই হচ্চে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য্য। ওখানে ত লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক ত আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কত রকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্য্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারিদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়্‌চে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য্য। তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক। হয়ত বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয় ত যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলেছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য্য। গুরুও এসেছেন? সে কি রকম হল?

পঞ্চক। তবে লড়াই কর্‌তে কারা এসেছে বল্‌ ত?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্‌ বল্‌ শুনি, ঠিক্‌ বল্‌ছিস্‌ ত রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম কর, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয়না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চল্‌বরে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ, লড়ব।

আচার্য্য। কি বল্‌চ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাক্‌চে?

(মালীর প্রবেশ)

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আস্‌চেন।

আচার্য্য। বলিস্ কি? গুরু? তিনি এখানে আস্‌চেন? আমাকে আহ্বান করলেই ত আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বস্‌বার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

(আর একদল দর্ভকের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আস্‌বে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই!

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝল্‌সে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কি আছে রে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছেরে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গরুর দুধ শীগ্‌গীর দুয়ে আন্ দাদা।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

আচার্য্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজীর জয়!

পঞ্চক। একি! এযে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই! খবর দিয়ে এলেনা কেন? তোমার ভোগ যে তৈরী হয়নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোষ করতে আরম্ভ করেছিস্ নাকিরে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারো তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ঐ ত আমাদেব গোঁসাই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান]

দাদাঠাকুর। আচার্য্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য্য। কি যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি!

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ!

আচার্য্য। কিন্তু বাঁধতে ত পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধচি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারিদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি!

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য্য। আদেশ কর প্রভু! ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলচি ততই পথ হতে কেবল বেশী দূরে গিয়ে পড়চি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোন জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য্য। ধন্য করেছ!—কিন্তু এতদিন আসনি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভক পাড়ায় তুমি আনাগোনা করচ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা ত সহজ করে রাখনি।

পঞ্চক। ভালই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদেরই পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবচি তোমাকে ডাকব কি বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্চি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চল্‌তে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই! আমাকে আমিই চালাচ্চি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্চ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জান্‌তে চাই। আমি ত যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে

পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারি বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর!

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে!

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয়নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে ত আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুল্‌তে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু!

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্চে না, সেই জন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্চে বলেই তুমি ওদের ঠেল্‌তে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কি করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আন্‌তে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলয় তাহলে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চল্লুম অচলায়তনের দ্বার খুল্‌তে।

(প্রস্থান)

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম।

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? কোন ভয় নেই!

বিশ্বম্ভর। তুমি ত বলচ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়! শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বল্লে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই ত আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা বাপ ভাই বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আন্‌তে পারলেনা—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়্‌বে ঠিক করতে পারচিনে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য্য অদীনপুণ্য তাঁকে জান্‌তেন। আমরা ত কেউ তাঁকে দেখিনি!

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আস্‌চেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কি করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে ত পাওয়া গেল না।

। উপাধ্যায়ের প্রবেশ ।

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কি, এসে পড়েছে যে!

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে ত এখনো শাঁক বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখিনে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্চিনে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কি? দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই! ঐ দেখ্‌চনা আলো!

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো! এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে!

ছাত্রগণ। কি সর্ব্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি ত তখনি বলেছিলুম, এ সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়!

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কি?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্য্যদেবকে এখনি ফিরিয়ে আনিগে। তিনি থাক্‌লে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখ মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আস্‌চে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্র সূর্য্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্চি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক দেবতার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও ত সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরবার পথ যে জানিই নে। কোনো দিন বেরতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করিনি।

সঞ্জীব। শুন্‌চ—ঐ শুন্‌চ, ভেঙে পড়্‌ল সব।

ছাত্রগণ। কি হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে! এই যে একেবারে নীল আকাশ!

(বালকদলের প্রবেশ)

উপাধ্যায়। কিরে তোরা সব নৃত্য করচিস্ কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কি মজা হল!

উপাধ্যায়। মজাটা কি রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চারদিক থেকেই আলো আস্‌চে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো ত আমরা কোনদিন দেখিনি!

প্রথম বালক। কোথাকার পাখীর ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ সব পাখীর ডাক আমরা ত কোনদিন শুনিনি! এ ত আমাদের খাঁচার ময়নার মত একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুট্‌তে ইচ্ছে করচে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বল্‌তে পার্‌চিনে। আজ কোনো নিয়ম-রক্ষা করা চল্‌বে বলে বোধ হচ্চে না।

প্রথম বালক। আজ তাহ'লে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কি মজারে কি মজা!

দ্বিতীয় বালক। আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কি মজা! আঃ আজ চারদিকে কি আলো!

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠ্‌চে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারচিনে!

বিশ্বম্ভর। আজ একটি অদ্ভুত কাণ্ড হচ্চে জয়োত্তম!

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, ভেবে উঠতে পারচিনে! ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুসি হয়ে উঠলি কেন বল্ দেখি!

প্রথম বালক। দেখচ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্চে ছুটি—আমাদের ছুটি!

(বালকদের প্রস্থান)

জয়োত্তম। দেখ মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্চে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুসি হয়ে উঠ্‌ল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে ত আমি বরাবর বলে আস্‌চি।

(শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ)

উভয়ে। গুরু আস্‌চেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে ত! আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা!

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই!

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য্য মহাপঞ্চকের।

(যোদ্ধ্‌বেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজীর জয়!

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই ত শুন্‌চি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিন্‌বে না। কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্‌ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মান্‌বে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মান্‌বে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখনি!

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেচ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মান্‌ব?

দাদাঠাকুর। না, এখনি না! কিন্তু দিনে দিনে হার মান্‌তে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবচ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে?

দাদাঠাকুর। আঘাত কর্‌তে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম কর্‌ব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ কর্‌ব না—আমি তোমাকে প্রণত কর্‌ব!

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে এ অস্ত্রধারী কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্ত্তী—এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্ত্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্ম্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য্য—আমি তোমাকে আদেশ কর্‌চি তুমি এখনই ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য্য নিযুক্ত কর্‌ব সেই আচার্য্য; আমি যা আদেশ কর্‌ব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না।

এস আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বল্‌চ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই! আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল! এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুল্‌তে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগ্‌তে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেল্‌তে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগ্‌বে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে!

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেব! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না!

(বালকদলের প্রবেশ)

সকলে। তুমি আমাদের গুরু ?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস তোমরা মহাজীবন লাভ কর !

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কি করবে ?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেল্‌ব।

সকলে। খেল্‌বে ?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের ?

সকলে। কোথায় খেল্‌বে ?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত ! এই ঘরের মত মস্ত ?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড় ? ঐ অঙিনাটার মত ?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড় !

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড় ! উঃ কি ভয়ানক !

প্রথম বালক। সেখানে খেল্‌তে গেলে পাপ হবে না ?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না ?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন্ নিয়ে যাবে ?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও!

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এস না!

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কি বাবা!

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না?

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোন দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কি করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলি উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব!

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।

হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।

এস দুঃসহ, এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক্ জয়।
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হোক্ জয়।

প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়।



[illegible]০নং গড়পার রোডস্থ ইউ রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানায়
শ্রীকাত্তিক চন্দ্র বসুর দ্বারা মুদ্রিত।